দৈনিক ইত্তেফাক

প্রসঙ্গ ঃ স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার

তারিখ ... JUN. 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

336

২৫-৫-৯৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত 'স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার' শীর্ষক পত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। পত্রলেখক তাঁহার পত্রে স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঐক্য পরিষদের দাবীকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করিয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও প্রকল্পসমূহে এক শ্রেণীর কলেজ শিক্ষকসহ বহিরাগতদের অবস্থানের পক্ষে সাফাই প্রদান করিয়াছেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যই এই পত্রের অবতারণা।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে দক্ষ, গতিশীল ও যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে গঠিত কুদরত-ই-খুদা কমিশনসহ বর্তমান শিক্ষা কমিশন 'স্বতন্ত্র প্রথিমিক শিক্ষা ক্যাডার' গঠনের পক্ষে জোরালো যুক্তি ও সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঐক্য পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত কোন বিচ্ছিন্ন দাবী নহে। বর্তমানে বিশ্বের প্রথম ১০টি কঠিন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা অন্যতম। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করিতে হইলে নিজস্ব ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। অনভিজ্ঞ ও প্রেষণে নিয়োজিতদের দ্বারা উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব নহে। স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠিত হইলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা গড়িয়া উঠিবে এবং সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হইবে। কলেজ শিক্ষকদের দ্বারা এই অভাব দূর করা সম্ভব নহে এবং ইহাতে বাংলাদেশের কলেজসমূহ শিক্ষকের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পশুপালন অধিদপ্তর, প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন অধিদপ্তর নিজস্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, যাহা বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন একটি পদ্ধতিগত বিষয়। ইহার প্রায়োগিক কৌশল সঠিক না হইলে শিক্ষার গুণগত মান ব্যাহত হইতে বাধ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সামগ্রিকভাবে পরিচালনার জন্য তাহার নিজস্ব জনবল রহিয়াছে। অধিদপ্তরের পদসমূহ ব্যাপকভাবে বহিরাগতদের দ্বারা পদায়ন করায় সুযোগ্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতির পথ রুদ্ধ হইতেছে। দীর্ঘকাল ধরিয়াই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। বর্তমান সরকার কর্তৃক মনোনীত ডঃ আবদুল্লাহ-আল মুতী শরফুদ্দীন শিক্ষা কমিশন স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনসহ আগামী ২০০৫ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ২০১০ সাল নাগাদ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে বহিরাগত মুক্ত করার জন্য সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঐক্য পরিষদ কর্তৃক দাখিলকৃত ১২ দফা দাবীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।

কে, এম, সেলিম জাহাঙ্গীর,
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি,
বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
ঐক্য পরিষদ, ঢাকা।